যুগান্তর

তারিখ 26 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

উচ্চশিক্ষা সংস্কারে সরকারি উদ্যোগ রয়ে গেছে সেই তিমিরেই

মুশতাক আহমদ

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর সরকারি উদ্যোগ সফল হচ্ছে না। ১/১১-এর পটপরিবর্তনের পর এ উদ্যোগ নেয়া হলেও সরকারের শেষপর্যায়ে এসে তা সে অবস্থায়ই রয়ে গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পদে পদে বাধা, সরকারি বিশ্ববিদ্যাল... অসহযোগিতা ও শিক্ষকদের বিরোধিতা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানামুখী চাপের মুখে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তার অসহযোগিতাও ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। ২০০৭ সালের ৭ জুলাই যুগান্তরে উচ্চশিক্ষার সংস্কারে সরকারি উদ্যোগ এবং এতে বাধার কারণে সরকারের পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুধিমহলের আশঙ্কা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই আশংকাই প্রতিফলিত হলো। শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সঙ্গে সার্বিক ব্যাপারে সম্প্রতি তার দফতরে আলাপকালে জানান, শনিবার শিক্ষা উপদেষ্টা সার্বিক ব্যাপারে ব্রিফিং করবেন। সেদিনই সব বিষয়ে জানা যাবে'। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন আইন ও সুপারিশ তৈরি করে আসছে। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের চাপে বিশেষ করে বিগত সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী ও দুর্নীতিবাজ শিক্ষক-মালিক ও আমলাদের চাপে সেসবের কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। উপরন্তু সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেট ইউজিসিকে পরিণত করে 'ঠুঁটো জগন্নাথে'। ইউজিসি চার বছরে কার্যত শুধু বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশই করে গেছে সরকারকে। ওই চার বছরে উচ্চশিক্ষা সংস্কারে ইউজিসির উল্লেখযোগ্য কাজের অন্যতম হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে '২০ বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষা কৌশলপত্র'

সংস্কার : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

উচ্চশিক্ষার-ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি বিভিন্ন আইন ও সুপারিশ তৈরি করে আসছে

সংস্কার : উচ্চশিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রণয়ন। বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণয়ন করেছিল ওই কৌশলপত্র। তারই নেতৃত্বে এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান রক্ষায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ও চূড়ান্তভাবে ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন-২০০৫, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের 'সমন্বিত নিয়োগ নীতিমালা', পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রশাসনের লুটপাট বন্ধে 'সমন্বিত আর্থিক বিধিমালা', বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা পরিচালনা নীতি প্রভৃতি তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে চড়াই-উৎরাই ও আলোচনা-সমালোচনা শেষে কেবল সুপারিশকৃত ৮টির মধ্যে ৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছাড়া আর কোন সুপারিশ বা আইন বাস্তবায়ন হয়নি। এ অবস্থায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেই ফেলে রাখা সুপারিশগুলো নিয়ে কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে সরকার ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে গাইডলাইন হিসেবে নিয়ে পথচলা শুরু করে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, অভিন্ন গ্রেডিং চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন, অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা, অভিন্ন নিয়োগ নীতিমালা, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৭ (বর্তমানে ২০০৮) চূড়ান্ত, নিরপেক্ষ ও দক্ষ উপাচার্যের খোঁজে 'সার্চ কমিটি' গঠন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন (আমব্রেলা ল'), পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি অনুসন্ধান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডকীর্তি ও বিদেশে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের ব্যাপারে খোঁজখবর, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি বিভিন্ন পদে আদর্শবান, সৎ ও যোগ্য শিক্ষকদের বসাতে সিনিয়র শিক্ষকদের তালিকা তৈরি, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যথেচ্ছা বিদেশ গমন নিয়ন্ত্রিতসহ নানা কাজ হাতে নেয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কেবল সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৭' এখন ২০০৮ নামে চূড়ান্ত করার পরও জারি করা যায়নি। সর্বশেষ গত বছরের ৮ মে আমব্রেলা ল' নিয়ে কমিটির বৈঠক হয়েছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীতব্য এ অভিন্ন আইনের (আমব্রেলা ল') ঘোরতর বিরোধী শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বুয়েট শিক্ষক সমিতি তো একপ্রকার রুদ্রমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল। ২০০৭ সালে শিক্ষকদের সেই হুংকারের পর আইনের উদ্যোগ যে থেমে যায়, এরপর মন্ত্রণালয় বিষয়টি আর উত্থাপনেরই সাহস করেনি। অন্যান্য বিধি ও আইনগুলোও রয়েছে হিমাগারে।

প্রসঙ্গত উচ্চশিক্ষা সংস্কার ও মানোন্নয়নে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ইউজিসির বিভিন্ন আইন ও সুপারিশমালা বাস্তবায়ন কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্নে সরকার সাড়ে ১৩শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে। বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে যা ঋণ হিসেবে নেয়ার কথা ছিল। ২০০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্রও দেয়া হয়। সর্বশেষ শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়ার জন্য সরকার নতুন করে সাড়ে ৫শ' কোটি টাকা ঋণ নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। বিষয়টির বাকি অবস্থা কোন মন্ত্রণালয় থেকেই জানা যায়নি।